প্রথম অধ্যায়

বিসর্গ সন্ধি ও খাঁটি বাংলা সন্ধি

বিসর্গ সন্ধি

পূর্বপদের বিসর্গের সঙ্গে পরপদে ব্যঞ্জন ধ্বনি বা স্বরধ্বনির সন্ধিকেই বলা হয় বিসর্গ সন্ধি। প্রধানত সংস্কৃত শব্দেই এই সন্ধির প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।

বিসর্গ দুই প্রকার (১) স-জাত বিসর্গ ও (২) র-জাত বিসর্গ।

শব্দের শেষে 'স' স্থানে যে বিসর্গ হয় তাই স-জাত বিসর্গ। যেমন—আশীস্ = আশীঃ, পুরস্ = পুরঃ, তেজস্ = তেজঃ, জ্যোতিস্ = জ্যোতিঃ, ধুনস্ = ধনুঃ, চক্ষুস্ = চক্ষুঃ।

পদের শেষে 'র'-এর স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে র-জাত বিসর্গ বলে। যেমন—অন্তর = অন্তঃ, নির্ = নিঃ, পুনর্ = পুনঃ, প্রাতর্ = প্রাতঃ, স্বর = স্বঃ

১।। চ্ বা ছ পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গের স্থানে 'শ' হয়।

শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ।
নিঃ + ছিদ্র = নিশ্ছিদ্র।
নিঃ + চয় = নিশ্চয়।
সদাঃ + ছিন্ন = সদাশ্ছিন্ন।
পুরঃ + চরণ = পুরশ্চরণ।
নিঃ + চল্ = নিশ্চল।
নভঃ + চর্ = নভশ্চর।
দুঃ + চরিত্র = দুশ্চরিত্র।
শিরঃ + চূড়ামণি = শিরশ্চূড়ামণি।
নিঃ + চিন্ত = নিশ্চিন্ত।
দুঃ + ছেদ্য = দুশ্ছেদ্য।
নভঃ + চক্ষু = নভশ্চক্ষু।
নিঃ + চিহ্ন = নিশ্চিহ্ন।
দুঃ + চিন্তা = দুশ্চিন্তা।
মনঃ + চক্ষু = মনশ্চক্ষু।
শিরঃ + চুম্বন = শিরশ্চুম্বন।

২।। অ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণে যুক্ত বিসর্গের পর কোনো স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চমবর্গ, ক, র, ল, ব, হ থাকলে বিসর্গ স্থানে 'র'। র্ পরের বর্ণে যুক্ত হয় বা পরের ব্যঞ্জনের মাথায় রেফ (ˊ) হয়ে বসে।

নিঃ + অবধি = নিরবধি।
নিঃ+ আনন্দ = নিরানন্দ।
নিঃ + আকার = নিরাকার।
নিঃ + অর্থক = নিরর্থক।
নিঃ + উদ্যম = নিরুদ্যম।
চতুঃ + দিক = চতুর্দিক।
আবিঃ + ভাব = আবির্ভাব।
দুঃ + আত্মা = দুরাত্মা।
দুঃ + অবস্থা = দুরবস্থা।
দুঃ + জন = দুর্জন।
নিঃ + দ্বন্দ্ব = নির্দ্বন্দ্ব।
নিঃ + উপমা = নিরুপমা।
নিঃ + আশ্রয় = নিরাশ্রয়
দুঃ + অভিমান = দুরভিমান।
চতুঃ + ভুজ = চতুর্ভুজ।
দুঃ + যোগ = দুর্যোগ।

নিঃ + মল = নির্মল।
নিঃ + উৎসাহ = নিরুৎসাহ।
নিঃ + আমিষ = নিরামিষ।
নিঃ + ঈশ্বর = নিরীশ্বর।
নিঃ + ঈহ = নিরীহ।
নিঃ + ঝর = নির্ঝর।
নিঃ + নয় = নির্ণয়।
বহিঃ + ভূত = বর্হিভূত।
বহিঃ + ইন্দ্রিয় = বহিরিন্দ্রিয়।
নিঃ + আড়ম্বর = নিরাড়ম্বর।
নিঃ + উপাধিক = নিরুপাধিক।
বহিঃ + অঙ্গ = বহিরঙ্গ।
দুঃ + বল = দুর্বল।
নিঃ + আভরণ = নিরাভরণ।
দুঃ + নিবার = দুর্নিবার।

দুঃ + গতি = দুর্গতি।
দুঃ + লভ = দুর্লভ।
দুঃ + অদৃষ্ট = দুরদৃষ্ট
নিঃ + বিকল্প = নির্বিকল্প।
চতুঃ + অঙ্গ = চতুরঙ্গ।
চতুঃ + বেদ = চতুর্বেদ।
নিঃ + উদ্‌বেগ = নিরুদ্‌বেগ।
জ্যোতিঃ + ঈশ = জ্যোতিরীশ।
নিঃ + আময় = নিরাময়।
নিঃ + বেদ = নির্বেদ।
নিঃ + অতিশয় = নিরতিশয়।
জ্যোতিঃ + ইন্দ্র = জ্যোতিরিন্দ্র।
আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ।
নিঃ + অবয়ব = নিরবয়ব।
নিঃ + অলংকার = নিরলংকার।

৩।। ক, খ, প, ফ—যে কোনো একটি পরপদের প্রথম বর্ণ হলে নিঃ, অধিঃ, বহিঃ, দুঃ, চতুঃ প্রভৃতি শব্দের বিসর্গ স্থানে 'ষ্' হয়।

নিঃ + প্রয়োজন = নিষ্প্রয়োজন।
নিঃ + প্রভ = নিষ্প্রভ।
নিঃ + করুণ = নিষ্করুণ।
আবিঃ + কার = আবিষ্কার।
বহিঃ + কৃত = বহিষ্কৃত।
নিঃ + কাম = নিষ্কাম।
নিঃ + কৃত = নিষ্কৃত।

দুঃ + পাচ্য = দুষ্পাচ্য।
চতুঃ + পদ = চতুষ্পদ।
চতুঃ + পার্শ্বস্থ = চতুষ্পার্শ্বস্থ।
ভ্রাতুঃ + পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র।
দুঃ + কৃতি = দুষ্কৃতি।
ধনুঃ + পাণি = ধনুষ্পাণি।
আয়ুঃ + কাল = আয়ুষ্কাল।

কিন্তু নীচের কয়েকটি ক্ষেত্রে : (বিসর্গ) অক্ষুণ্ণ থাকে। যেমন—

মনঃ + ক্ষুণ্ণ = মনঃক্ষুণ্ণ।
জ্যোতিঃ + পুঞ্জ = জ্যোতিঃপুঞ্জ।
মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট।
স্বতঃ + প্রবৃত্ত = স্বতঃপ্রবৃত্ত।

শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া।
স্রোতঃ + পথ = স্রোতঃপথ।
মনঃ + ক্ষোভ = মনঃক্ষোভ।
অন্তঃ + পুর = অন্তঃপুর।

৪।। অ-কার কিংবা আ-কার-এর পর বিসর্গ থাকলে এবং পরপদের প্রথম বর্ণ ক, খ, প, ফ যেকোনো একটি হলে বিসর্গ স্থানে 'স' হয়। যেমন—

তিরঃ + কৃত = তিরস্কৃত।
অয়ঃ + কান্ত = অয়স্কান্ত।
শ্রেয়ঃ + কর = শ্রেয়স্কর।
পুরঃ + কার = পুরস্কার।

তেজঃ + ক্রিয়তা = তেজস্ক্রিয়তা
তিরঃ + করণী = তিরস্করণী।
নমঃ + কার = নমস্কার।
যশঃ + কর = যশস্কর।

তিরঃ + কৃত = তিরস্কৃত।
মনঃ + কামনা = মনস্কামনা।

৫।। পূর্বপদের শেষস্থ অ-কারের পর যদি র-জাত বিসর্গ থাকে এবং কোনো স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চমবর্ণ কিংবা য, র, ল, হ এদের যে কোনো একটি যদি পরপদের প্রথম বর্ণ হয়। তাহলে র-জাত বিসর্গ স্থানে 'র' হয়। এই র-পূর্ণবর্ণে যুক্ত হয়। যেমন—

পুনঃ + উদ্ধার = পুনরুদ্ধার।
পুনঃ + যাত্রা = পুনর্যাত্রা।
পুনঃ + ঈক্ষণ = পুনরীক্ষণ।
পুনঃ + অবগতি = পুনরবগতি।
অহঃ + নিশ = অহর্নিশ।
পুনঃ + বার = পুনর্বার।
অন্তঃ + লঘু = অন্তর্লঘু।
অন্তঃ + ইন্দ্রিয় = অন্তরিন্দ্রিয়।
অন্তঃ + লোক = অন্তর্লোক।
অন্তঃ + নিহিত = অন্তর্নিহিত।
প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ।
অন্তঃ + হিত = অন্তর্হিত।
অন্তঃ + ভুক্ত = অন্তর্ভূক্ত।
অন্তঃ + গত = অন্তর্গত।
অন্তঃ + ঈক্ষ = অন্তরীক্ষ।
পুনঃ + অপি = পুনরপি।
প্রাতঃ + উত্থান = প্রাতরুত্থান।
প্রাতঃ + ভ্রমণ = প্রাতর্ভ্রমণ।
অন্তঃ + আত্মা = অন্তরাত্মা।

৬।। পরপদের প্রথম বর্ণর হলে পূর্বপদের শেষস্থ 'র' জাত বিসর্গের লোপ হয় এবং পূর্বস্থ স্বরবর্ণটি দীর্ঘ হয়। যেমন—

চক্ষুঃ + রোগ = চক্ষূরোগ।
জ্যোতিঃ + রূপা = জ্যোতীরূপা
নিঃ + রত = নীরত।
নিঃ + রস = নীরস।
নিঃ + রোগ = নীরোগ।
নিঃ + রব = নীরব।
নিঃ + রক্ত = নীরক্ত।
নিঃ + রদ = নীরদ।
নিঃ + রজ = নীরজ।
নিঃ + রন্ধ্র = নীরন্ধ্র।

৭।। অয়ঃ, যশঃ, শ্রেয়ঃ, পুরঃ, তিরঃ, নমঃ প্রভৃতি সন্ধির পূর্বপদে থাকলে বিসর্গস্থানে 'স' হয়।

অয়ঃ + কান্ত = অয়স্কান্ত।
যশঃ + কর = যশোস্কর।
তিরঃ + কার = তিরস্কার।
নমঃ + কার = নমস্কার।
শ্রেয়ঃ + কর = শ্রেয়স্কর।
মনঃ + কাম = মনস্কাম।

৮।। অ-কারের পর বিসর্গ এবং পরে বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্গ বা য, র, ল, ব, হ থাকলে অ-কার ও ও-কার মিলে ও-কার বর্ণ হয়। ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

ছন্দঃ + বদ্ধ = ছন্দোবদ্ধ।
পুরঃ + হিত = পুরোহিত।
বয়ঃ + বৃদ্ধ = বয়োবৃদ্ধ।
সরঃ + জ = সরোজ।
মনঃ + মোহিনী = মনোমোহিনী।
অধঃ + গতি = অধোগতি।
পুরঃ + ধা = পুরোধা।
তেজঃ + দীপ্ত = তেজোদীপ্ত।
শ্রেয়ঃ + ধর্মী = শ্রেয়োধর্মী।
সদ্যঃ + মৃত = সদ্যোমৃত।
সর্বতঃ + ভাবে = সর্বতোভাবে।
তেজঃ + ময়ী = তেজোময়ী।

মনঃ + দীপ = মনোদীপ।
তপঃ + বন = তপোবন।
তিরঃ + ধান = তিরোধান।
সদ্যঃ + জাত = সদ্যোজাত।
অধঃ + মুখ = অধোমুখ।
মনঃ + নির্ভর = মনোনির্ভর।
যশঃ + লাভ = যশোলাভ।
অধঃ + রেখ = অধোরেখ।
নভঃ + মণ্ডল = নভোমণ্ডল।
যশঃ + লিপ্সা = যশোলিপ্সা।
শিরঃ + রত্ন = শিরোরত্ন।
ত্রয়ঃ + দশ = ত্রয়োদশ।

সরঃ + বর = সরোবর।
ভুয়ঃ + দর্শী = ভুয়োদর্শী।
শিরঃ + দেশ = শিরোদেশ।
শিরঃ + ধর্ম = শিরোধর্ম।
যশঃ + দা = যশোদা।
মনঃ + মোহন = মনোমোহন।
নভঃ + লোভী = নভোলোভী।
স্বতঃ + বিরুদ্ধ = স্বতোবিরুদ্ধ।
অকুতঃ + ভয় = অকুতোভয়।
পয়ঃ + ধি = পয়োধি।
মনঃ + যোগ = মনোযোগ।

৯। বিসর্গের পরে ট, ঠ থাকলে বিসর্গস্থানে 'ষ' হয়। অর্থাৎ ট-এর বেলায় 'ষ্ট' এবং ঠ-এর বেলা 'ষ্ঠ' হয়।

নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর।
ধনুঃ + টংকার = ধনুষ্টংকার।
চতুঃ + টয় = চতুষ্টয়।

১০। প্রথম পদের অন্তে অ-কারের পর যদি বিসর্গ থাকে এবং পরপদের প্রথম বর্ণ অ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ হয়। তখন বিসর্গের লোপ হয়। লোপের পর আর সন্ধি হয় না।

অতঃ + এব = অতএব।
শিরঃ + উপরি = শির-উপরি।
বক্ষঃ + উপরি = বক্ষ-উপরি।
মনঃ + আশা = মন-আশা।

১১। বিসর্গের পরে শ, ষ, স থাকলে বিসর্গের কোনো লোপ হয় না। যেমন—

দুঃ + শাসন = দুঃশাসন।
মনঃ + সংযম = মনঃসংযম।
দুঃ + শীল = দুঃশীল।

১২। পরপদের প্রথমে স্ত, স্থ, স্প থাকলে পূর্বপদের অন্তেস্থিত বিসর্গ বিকল্পে লুপ্ত হয়। যেমন—

বক্ষঃ + স্থল = বক্ষঃস্থল/বক্ষস্থল।
নিঃ + স্পৃহ = নিঃস্পৃহ/নিস্পৃহ।
নিঃ + স্পন্দ = নিঃস্পন্দ/নিস্পন্দ।
মনঃ + স্থ = মনঃস্থ/মনস্থ।
অন্ত + স্থ = অন্তঃস্থ/অন্তস্থ।
দুঃ + স্থ = দুঃস্থ/দুস্থ।
মনঃ + স্থিত = মনঃস্থিত/মনস্থিত।

নিপাতনে সিদ্ধ বিসর্গ সন্ধি

নিপাতন শব্দের একটি অর্থ ব্যাকরণের নিয়মের ব্যতিক্রম। নিয়মবহির্ভূত অথচ প্রচলিত এই রকম অনেক **কিছুকেই নিপাতন সিদ্ধ সন্ধি হিসেবে ধরা হয়।** সন্ধিতেই নিপাতন শব্দটির বেশি ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

নিপাতনে সিদ্ধ কয়েকটি বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ :

গীঃ + পতি = গীষ্পতি/গীপতি/গীঃপতি।
অহঃ + রাত্র = অহোরাত্র।
অহঃ + অহঃ = অহরহঃ।
তেজঃ + পুঞ্জ = তেজঃপুঞ্জ।
পয়ঃ + প্রণালী = পয়ঃপ্রণালী।
মনঃ + ঈষা = মনীষা।
মনঃ + রথ = মনোরথ।
অহঃ + নিশি = অহর্নিশি।
অহঃ + পতি = অহঃপতি।
অন্তঃ + করণ = অন্তঃকরণ।

খাঁটি বাংলা সন্ধি

তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি বাংলা শব্দের ক্ষেত্রে যে সন্ধির নিয়ম প্রচলিত তাকেই খাঁটি বাংলা সন্ধি বলা হয়।

সংস্কৃত সন্ধি যেখানে বাধ্যতামূলক, বাংলায় সেখানে সন্ধি হয় না। যেমন আমরা প্রীতি-উপহার, স্ত্রী-আচার, দৃষ্টি আকর্ষণ বলি বা লিখি। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে যে সন্ধি হয় তা এরূপ—স্ত্র্যাচার, প্রীত্যুপহার বা দৃষ্ট্যকর্ষণ। কিন্তু এইসব শব্দ আমরা বাংলায় ব্যবহার করি না। দুএকটি ক্ষেত্র ছাড়া সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে তদ্ভব, দেশি বা বিদেশি শব্দের সন্ধি না করাই শ্রেয়। যেমন—টেবিল + উপরি = টেবিলোপরি, কিংবা শাল + আবৃত = শালাবৃত আমরা লিখি না বা বলিও না। তবে চাষাবাদ, হিসাবানা, হিসাবাদি, আইনানুসারে প্রভৃতি কিছু কিছু সন্ধিবদ্ধ শব্দ বাংলায় চলে। তবে শব্দগুলি হিসাব-আদি, আইন-অনুসারে, চাষ-আবাদ লিখলে ভালো শোনায়।

বাংলা সন্ধি সাধারণভাবে দ্রুত উচ্চারণের জন্য সংঘটিত হয়। যেমন—

হাত + টান = হাট্যান, হাত + ছাড়া = হাচ্ছাড়া প্রভৃতি। খাঁটি বাংলায় বিসর্গ সন্ধি নেই। তাই খাঁটি বাংলা সন্ধি দু-রকমের—বাংলা স্বরসন্ধি ও বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি।

বাংলা স্বরসন্ধি

১।। অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঈ-কার থাকলে এ-কার হয়। যেমন—

ঢাকা + ঈশ্বরী = ঢাকেশ্বরী।
মুণ্ড + ঈশ্বরী = মুণ্ডেশ্বরী।
যশোর + ঈশ্বরী = যশোরেশ্বরী।
ফুল + ঈশ্বরী = ফুলেশ্বরী।
সিদ্ধ + ঈশ্বরী = সিদ্ধেশ্বরী

২। পাশাপাশি দুটি স্বরবর্ণ থাকলে একটির লোপ হয়। যেমন—

পূর্বস্বর লোপ :

তিল + এক = তিলেক।
যত + এক = যতেক।
ক্ষণ + এক = ক্ষণেক।
বার + এক = বারেক।
শত + এক = শতেক।
মিথ্যা + উক = মিথ্যুক।
দশ + এক = দশেক।
নিন্দা + উক = নিন্দুক।
এক + এক = একেক।
খান + এক = খানেক।
এত + এক = এতেক।
অর্ধ + এক = অর্ধেক।

পরস্বর লোপ :

ছোটো + এর = ছোটোর।
দাদা + এর = দাদার।
কোটি + এক = কোটিক।
খানি + এক = খানিক।
ছেলে + আমি = ছেলেমি।
মেয়ে + আলি = মেয়েলি।
বড়ো + এর = বড়োর।
গুটি + এক = গুটিক।
কুড়ি + এক = কুড়িক।

৩। অ, আ, ই, উ, এ, ও প্রভৃতি স্বরের পরে এ-কার থাকলে এ-কার বিকৃত হয়ে 'য়' বা 'য়ে' হয়। যেমন—

মা + এ = মায়ে।
ঝি + এ = ঝিয়ে।
ভালো + এ = ভালোয়।
আলো + এ = আলোয়।
পাতা + এ = পাতায়।
জো + এতে = জোয়েতে।
মু + এ = মুয়ে।
দই + এ = দইয়ে।
নদে + এ = নদেয়।
পো + এ = পোয়ে।

৪। অনেক সময় সংস্কৃত সন্ধির নিয়মানুসারে বাংলা স্বরসন্ধি হয়ে থাকে। যেমন—

শির + উপরি = শিরোপরি।
স্বত + উৎসারিত = স্বতোৎসারিত।
সদ্য + উত্থিত = সদ্যোত্থিত।
নেপাল + অধীশ = নেপালাধীশ।
দিল্লি + ঈশ্বর = দিল্লীশ্বর।
ঢাকা + ঈশ্বরী = ঢাকেশ্বরী।
বয়স + উচিত = বয়সোচিত।
মন + উপযোগী = মনোপযোগী।
বক্ষ + উপরি = বক্ষোপরি।
যশ + আকাঙ্খা = যশোকাঙ্খা।
মত + অন্তর = মতান্তর।
যশোর + ঈশ্বরী = যশোরেশ্বরী।
পোস্ট + অফিস = পোস্টাফিস।
উপর + উক্ত = উপরোক্ত।

৫। এ-কারের পর আ-কার থাকলে আ-কার লোপ পায়।

খেলিতে + আছি = খেলিতেছি।
ছেলে + আমি = ছেলেমি।
পড়িতে + আছি = পড়িতেছি।
বুড়ো + আমি = বুড়োমি।

বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি

১। পরপদের প্রথম বর্ণ যদি ব্যঞ্জন হয় তবে পূর্বপদের শেষ স্বর লোপ পায়। যেমন—

উঁচু + কপালি = উঁচ্‌কপালি।
পিছে + মোড়া = পিছমোড়া।
পিছে + টান = পিছটান।
ভরা + দুপুর = ভর্‌দুপুর।
ঘোড়া + গাড়ি = ঘোড়্‌গাড়ি।
কাঁচা + কলা = কাঁচকলা।
কোথা + থেকে = কোত্থেকে।
পিসে + শ্বশুর = পিসশ্বশুর।
বেশি + কম = বেশ কম।
বড়ো + দি = বড়দি।
মেসো + শ্বশুর = মাস্‌শ্বশুর।
কালো + সিটে = কাল্‌সিটে।
টাকা + শাল = টাকশাল।
ঢেঁকি + শাল = ঢেঁকশাল।

পানি + ফল = পানিফল।
চিরুনি + দাঁতি = চিরুনদাঁতি।
মিশি + কালো = মিশকালো।

২। ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে পূর্বপদের শেষ বর্ণ দ্রুত উচ্চারণের জন্য লোপ পায় এবং পরপদে ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব হয়। যেমন—

কর + না = কন্না।
আর + না = আন্না।
বেটার + ছেলে = বেটাচ্ছেলে।
চার + টি = চাট্টি।
চার + দিক = চাদ্দিক।
কর + তাল = কত্তাল।
চার + শো = চাশ্‌শো।

৩। ক-এর পর শ, ষ, স থাকলে তাড়াতাড়ি উচ্চারণের সময় ক-এর স্থানে শ্ ধ্বনি হয়ে থাকে।

পাঁচ + সের = পাঁচসের।
পাঁচ + শো = পাঁশ্‌শো।
পাঁচ + সিকে = পাঁশসিকে।

৪। ক-বর্গের যে বর্ণ পরে থাকে দ্রুত উচ্চারণের ফলে অনেক সময় আগের ত-বর্ণের জায়গায় চ-বর্গের সেই বর্ণ হয়।

বদ্ + জাত = বজ্জাত।
রাত + জাগা = রাজ্জাগা।
পথ + চলা = পচ্চলা।
সাত + চড় = সাচ্চড়।
সাত + জন্ম = সাজ্জন্ম।
হাত + ছানি = হাচ্ছানি।

৫। বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্গ পরে থাকলে দ্রুত উচ্চারণের সময় পূর্বের সেই বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থবর্ণের জায়গায় ওই বর্গের প্রথম বর্ণ হয়। যেমন—

কাজ + চালান = কাচ্চালান।
মেঘ + করেছে = মেক করেছে।
সব + পেয়েছি = সপপেয়েছি।
রাগ + করেছে = রাক্ করেছে।
বড় + ঠাকুর = বটঠাকুর।

৬। পরপদের প্রথম বর্ণ ঘোষবর্ণ হলে পূর্বপদের শেষ ব্যঞ্জনের লোপ হয়। যেমন—

পাঁচ + জনকে = পাঁজ্জনকে।
বাপ + ভাই = বাব্‌ভাই।
ছোট্ + দাদা = ছোড়্‌দাদা।
যত + দিন = যদ্দিন।
এত + দিন = এদ্দিন।
এক + গুণ = এগগুণ।
ডাক + ঘর = ডাগঘর।
নাত + বউ = নাদ্‌বউ।
হাত + ধরা = হাদ্‌ধরা।
হাট + বাজার = হাডবাজার।

৭। ত-এর পরে ট বা র থাকলে ত-এর জায়গায় ট্ হয়।

যৎ + টুকু = যট্‌টুকু।
পুরুত + ঠাকুর = পুরুটঠাকুর।
হাত + টান = হাট্‌টান।
এত + টুকু = এট্‌টুকু।

৮। ত-এর পর স থাকলে উভয়ে মিলে চ্ছ হয়।

উৎ + সব = উচ্ছব।
উৎ + সন্ন = উচ্ছন্ন।

কুৎ + সিত = কুচ্ছিত।

বৎ + সর = বচ্ছর।

অনুশিলনী

১। **সন্ধি বিচ্ছেদ করো :**

নিস্প্রদীপ = ——।
অহর্নিশ = ——।
মনস্তাপ = ——।
চতুস্পার্শ = ——।
দুঃসময় = ——।
নিরাকার = ——।

মনস্কামনা = ——।
নিষ্কলঙ্ক = ——।
নিষ্কৃতি = ——।
ভ্রাতুস্পুত্র = ——।
নিস্তব্ধ = ——।

দ্যশ্চিকিৎসা = ——।
বাচস্পতি = ——।
তিরস্কার = ——।
অধোমুখ = ——।
অহঃরহঃ = ——।

২। **সন্ধি যুক্ত করো :**

ছোটো + দাদা = ——।
যত + দিন = ——।
হাত + ধরা = ——।
হাট + বাজার = ——।
পুরঃ + হিত = ——।
জ্যোতিঃ + ইন্দ্র = ——।
দুঃ + অবস্থা = ——।

বড়ো + ঠাকুর = ——।
সব + পেয়েছি = ——।
মেঘ + করেছে = ——।
সাত + চড় = ——।
সদ্যঃ + জাত = ——।
সরঃ + বর = ——।
মনঃ + অভিলাষ = ——।

পথ + চলা = ——।
উঁচু + কপাল = ——।
পিছে + মোড়া = ——।
মিশি + কালো = ——।
নিঃ + রব = ——।
চক্ষু + রোগ = ——।
পুনঃ + উক্তি = ——।

৩। **শূন্যস্থান পুরণ করো :**

বহিঃ + কৃত = ——।
—— + কার = নমস্কার।
নিঃ + —— = নিস্পন্দ।
—— + সিদ্ধ = স্বতঃসিদ্ধ।
মনঃ + —— = মনোজ্ঞ।
তিরঃ + —— = তিরস্কার।
বয়ঃ + বৃদ্ধি = ——।
প্রাতঃ + আশ = ——।

—— + ভাব = আবির্ভাব।
মনঃ + অভিলাষ = ——।
ভাঃ + —— = ভাস্কর।
—— + না = আন্না।
নিঃ + আকার = ——।
নিঃ + —— = নিষ্ঠুর।
তপঃ + চর্যা = ——।

পুরঃ + হিত = ——।
—— + মুখ = অধোমুখ।
—— + কালো = মিশকালো।
—— + বাঁধা = জোড়বাঁধা।
আবিঃ + —— = আবির্ভূত।
মিশি + কালো = ——।
শিরঃ + পীড়া = ——।

৪। **বিসর্গ সন্ধি কাকে বলে? উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করো।**

৫। (i) **বাংলা স্বরসন্ধি কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**
(ii) **সন্ধি বিচ্ছেদ করো :** ফুলোৎসব, পাহাড়োপরি, গুটিক, সবারি, খেলিতেছি, একোণ, কুড়িক, খানিক, বাক্সের।

৬। (i) **বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**
(ii) **সন্ধি বিচ্ছেদ করো :** মেক করেছে, নাজ্জামাই, বজ্জাত, পাঁশসিকে, উছন্ন, পুরুটঠাকুর, হাট্টান, চান্দি
ঘরেচ্চাল, পিছ্‌মোড়া, পিছ্‌টান।

৭। **শুদ্ধ সন্ধিবদ্ধ পদটি বেছে নাও :**

হাতধরা/হাদ্ধরা।
মিশিকালো/মিশকালো।
অহরহ/অহরহঃ।
মনযোগ/মনোযোগ।
পুরহিত/পুরোহিত।
বাচপতি/বাচস্পতি।